Sanatan Dharma

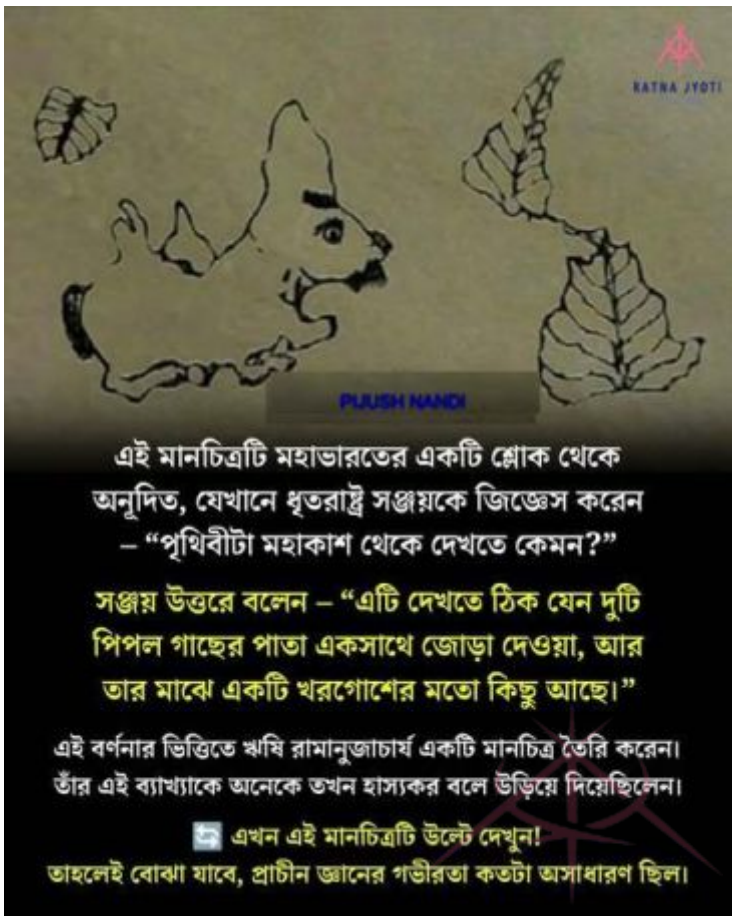

পৃথিবীর মানচিত্রের চিত্রণ

মহাভারতের ভবিষ্যৎবাণী আজ বৈজ্ঞানিকভাবে মিলে যাচ্ছে দেখের---উল্টে দাও মানচিত্রটা...
মহাভারত, বিশেষ করে ভীষ্ম পর্বের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ১২-১৬ শ্লোকে, মহাকাশ থেকে পৃথিবীর আবির্ভাবের বর্ণনা রয়েছে, যা প্রায়শই একটি বিশ্ব মানচিত্র হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়। সঞ্জয় তাঁর ঐশ্বরিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে পৃথিবীকে (সুদর্শন দ্বীপ) একটি চক্রের মতো বৃত্তাকার হিসাবে বর্ণনা করছেন এবং চাঁদ থেকে দেখলে, এর দুটি অংশ পিপল পাতার মতো এবং দুটি অংশ একটি বিশাল খরগোশের মতো দেখা যায়।
□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□।
□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□।।
□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□।
□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□।।
□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □ □□□□ □□□□□।।
.....ভীষ্ম পর্বের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ১২-১৬ শ্লোক
অর্থ: "হে কুরু-নন্দন! আমি সুদর্শন দ্বীপের বর্ণনা দেব। হে মহান রাজা, এই দ্বীপটি আকৃতিতে গোলাকার, চাকার মতো অবস্থিত। যেমন একজন ব্যক্তি আয়নায়

Published on: Jul, 15 2025 12:41

নিজের মুখ দেখেন, তেমনি সুদর্শনের এই দ্বীপটি চন্দ্রগোলকের মধ্যে দেখা যায়।
দুটি অংশে, পিপল পাতা এবং দুটি অংশে, একটি বিশাল
খরগোশ।......................ভীষ্ম পর্বের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ১২-১৬ শ্লোক

তাৎপর্য এবং ব্যাখ্যা:

এই শ্লোকটিকে কেউ কেউ, বিশেষ করে সন্ত রামানুজাচার্য, পৃথিবীর মানচিত্রের চিত্রণ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। এই বর্ণনার উপর ভিত্তি করে তৈরি একটি মানচিত্র উল্টে দিলে, এটি আধুনিক বিশ্বের মানচিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বলে মনে করা হয়।

এই ধারণাটিকে প্রাচীন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং বৈদিক যুগের ঋষিদের জ্ঞানের উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে, যারা আধুনিক প্রযুক্তির অস্তিত্বের অনেক আগে থেকেই পৃথিবীর রূপ বর্ণনা করতে পারতেন।

Published on: Jul, 15 2025 12:41